ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৮৮ ● কলকাতা ● ০৯ কার্তিক, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

তবে কি শ্রদ্ধা নয় 'ধুম ৪' - এ রনবীরের নায়িকা হবেন কিয়ারা?

পৃঃ ৫

আমি ফিরছি, বললেন নেইমার

পৃঃ ৬

ওরা আমাকে খুন করতে পারে অভিযোগ কল্যানের

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে মেজাজহারা কলয়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক চলাকালীন তর্কাতর্কির মাঝে তিনি মেজাজ হারিয়ে টেবিলে আছড়ে মেরেছিলেন কাচের জলের বোতল। ওই কাঁচে তাঁর হাত কেটে যায়। এমন আচরণের জন্য ইতিমধ্যেই তাঁকে কমিটি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। লোকসভা থেকেও সাসপেন্ড করার আর্জি জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদরা। ২২ অক্টোবর সংসদের জেপিসি বৈঠকেই ওয়াকফ বিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটেছিল। বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে তর্ক বাধে তৃণমূল সাংসদের। বিশেষ করে, বিজেপি সাংসদ তথা কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় মারপিট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

ছবিতে দেখা গিয়েছিল টেবিলে পড়ে রয়েছে ভাঙা কাচের বোতল। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙুলে ব্যান্ডেজ। এআইএমআইএম সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েইসির কাঁধে হাত রেখে বের হতে দেখা যায় তাঁকে। সেইদিন কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও, আজ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "আমাকে টার্গেট করা হয়েছে, কারণ আমি প্রতিবাদ করি। অসম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে কোন আপোশ করব না। আমাকে খুন করার চক্রান্ত চলছে। ওরা আমাকে খুন করতে পারে।"

অভিযোগ উঠেছিল জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের দিকে বোতল ছোড়ার চেষ্টা করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ। এবার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধেই সৌজন্যের অভাবের অভিযোগ আনলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "আমি নিজে আগেরদিন রাতে চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের জন্মদিন পালন করেছি। আমার হাতে ছ'টা সেলাই পড়েছে।

দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া নির্দেশ দিয়ে জেলা শাসক ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বৈঠক

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শুক্রবার বৈঠক শুরুর মুহূর্তে মমতা বলেন সর্বপ্রথম সকল সরকারি আধিকারিক, দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি এবং সংবাদমাধ্যমকে কুর্নিশ ও অভিনন্দন জানাই। তাঁরা সকলে যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা সত্যি অভাবনীয়। আমরা সকলে সারারাত এই দুর্যোগের সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করেছি। মানুষ যেন কোনোভাবে বিপদে না পড়ে, তার খেয়াল রেখেছি। আজ ঘূর্ণিঝড় ডানা সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে বললেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সব জেলার সকল সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে আগামী দিনে কী কী করণীয় তা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করলেন। যে সকল চাষিদের জমি

এরপর ৩ পাতায়

ডানার তাণ্ডবেও 'মৃত্যুশূন্য' ওড়িশায় বিজয় পতাকা ওড়ালেন মাঝি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওড়িশাকে তছনছ করার চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখেনি মহাপ্রলয় 'ডানা'। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ১২ মিনিটে ওড়িশা উপকূলে ১১০ কিলোমিটার গতিতে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়। প্রস্তুত ছিল প্রতিপক্ষও। এর পর সারারাত ডানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর পর সকালে যুদ্ধজয়ের বিজয় পতাকা ওড়ালেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। উল্লেখ্য, ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ওড়িশাকে 'মৃত্যুশূন্য' করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। তাঁর আমলে জোর কদমে শুরু হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় পরিকাঠামো তৈরি কাজ। এর পর চলতি বছর বিজেডি সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হন মোহন মাঝি। রাজনৈতিক মহলের দাবি, ক্ষমতা বদলের পর মাঝির হাত দিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃ শক্তি কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে, অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে আর্তনাদ নামের বইটি। এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন

সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪

ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা

ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org

এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪

ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই

বায়োলজি এমএসসি অনার্স ও একজন কম্পিউটার টিচার লাগবে

সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়েই টেটের 'ভুল' প্রশ্ন

খতিয়ে দেখার কমিটি: আপত্তি উড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২২ সালের প্রাথমিকের প্রশ্নভুল মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশের উপর হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনেই ভুল প্রশ্নের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে বলে জানায় শীর্ষ আদালত। কমিটিতে থাকবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ভুলের বিষয়টি যাচাই করার জন্য গঠিত বিশেষ কমিটিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে অসুবিধা কিসের?হাই কোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান নুরজিনা খাতুন-সহ প্রাথমিকের ২০২২ টেটের কয়েক জন পরীক্ষার্থী। শীর্ষ আদালতে তাঁদের আবেদন, বাকি দুই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আপত্তি নেই। কিন্তু ওই কমিটি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দেওয়া হোক। শুক্রবার ওই মামলাটিরই শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। শীর্ষ আদালত জানায়, হাই কোর্টের রায়ই বহাল থাকবে। ওই রায়ে এখনই কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না। এই মামলা প্রত্যাহার না করলে খারিজ করা হবে। এর পরেই মামলাকারী সুপ্রিম কোর্ট থেকে মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অন্য দিকে, ওই একই যুক্তিতে সুপ্রিম কোর্টে ২০০ জনের বেশি পরীক্ষার্থী মামলা করেছেন। শুক্রবার ওই মামলাগুলিও নিষ্পত্তি করে দেয় আদালত।হাই কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ নিয়ে কেন আপত্তি? শীর্ষ আদালতের ওই পর্যবেক্ষণের পরে মামলাকারীরা মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। ওই মর্মে মামলাটিকে নিষ্পত্তি করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

২০১৭ এবং ২০২২ সালের প্রাথমিকে টেটের প্রশ্ন ভুল নিয়ে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। মূল মামলাকারীদের বক্তব্য, ২০১৭ সালের টেটে ২৩টি প্রশ্ন ভুল রয়েছে। আর ২৪টি প্রশ্ন ভুল রয়েছে ২০২২ সালের টেটে। ওই মামলায় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, প্রথম টেটের প্রশ্ন খতিয়ে দেখবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি খতিয়ে দেখবে পরের টেটের প্রশ্ন। একক বেঞ্চের ওই নির্দেশ হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে পরিবর্তন হয়। গত ২৩ অগস্ট বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, দু'টি টেটের প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গঠিত হবে ওই কমিটি। কমিটিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ রাখা হবে। কতগুলি প্রশ্ন ভুল রয়েছে তা নিয়ে তাঁরা বিবেচনা করবেন।

উৎসব আর দুর্যোগের সুযোগে রাজ্যে

অশান্তি ছড়াতে পারে বলে নবান্নে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘূর্ণিঝড় ডানার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য বৃহস্পতিবার রাতভর নবান্নের কন্ট্রোল রুমে থেকে নজরদারি চালিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান উৎসব আর দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ দুষ্টুমি করতে পারে, অশান্তির ছক হতে পারে।

ডানার সামগ্রিক পরিস্থিতির খবর জানানোর সময় মন্ত্রী বলেন দাঙ্গার একটা পরিস্থিতি হয়েছিল। সামনে কালীপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজো কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে। তিনি আরো জানান পুলিশকে বলছি সেদিকে নজর বাড়াতে হবে। সাংবাদিক বৈঠক শেষ করার আগেও তিনি গোয়েন্দা এবং পুলিশকে সতর্ক করেন। বারবার তিনি উল্লেখ করেছেন রাজ্যের স্পর্শকাতর এলাকা গুলিতেও করা নজরদারি চালাতে হবে।

রাজ্যে চলছে উৎসবের মরসুম। আর এই সময় রাজ্যের বেশ কিছু জায়গা থেকে অশান্তি এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি হাওড়াতে এই ধরনের পরিস্থিতি হয়েছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে পুলিশ প্রশাসনের নজরদারিতে অশান্তি ছড়াতে পারেনি। ঘূর্ণিঝড় ডানার সামগ্রিক পরিস্থিতির খবর জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই সতর্কবার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলাশাসক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তাদের পরিস্থিতি মোকাবিলার পাশাপাশি সরজমিনে পরিস্থিতির খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবার কথা বলেছেন।

ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলের দুই জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন প্রান্তে লন্ডভন্ড পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ডানার প্রভাব অত্যধিক বেশি। এখানে ঘরবাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ঝড়ের কবলে পড়ে প্রাণ হারানোর খবর ও পাওয়া গেছে।

এদিন নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় ডানার হানায় এ রাজ্যে একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। বাড়িতে থাকা অবস্থায় বিজারের দাপটে এর মৃত্যু হয়েছে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পার্টি অফিসের সামনে

গুলি করে খুন করা হলো তৃণমূল যুব নেতাকে। ঘটনা হাওড়ার

বেবি চক্রবর্তী: হাওড়া: নিউজ সারাদিন : শিবপুরে জিটি রোডের ওপর পার্টি অফিসের সামনেই যুব তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন। নিহত আব্দুল কাদির হাওড়া পুরসভার। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের যুব তৃণমূল নেতা। গতকাল রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ শিবপুরে পার্টি অফিসের সামনে বসেছিলেন কাদির। অভিযোগ, বাইকে চড়ে ২ জন দুষ্কৃতী এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে যুব তৃণমূল নেতাকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ২-৩ রাউন্ড গুলি চলে বলে অভিযোগ। SSKM হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে গেলে যুব তৃণমূল নেতাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। শিবপুর থানার পুলিশ ছাড়াও ঘটনাস্থলে যান হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তা ও গোয়েন্দারা। কেন যুব তৃণমূল নেতার ওপরে হামলা? নেপথ্যে কারা? তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা। পুরনো শত্রুতার জেরে খুন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।

ঘূর্ণিঝড় "ডানা"র পরবর্তী সময়ে

নদী তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শনে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক ও রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের সচিব

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : ঘূর্ণিঝড় ডানায় বিপর্যস্ত ঝাড়গ্রাম জেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন ও ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগারওয়াল। ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাব ঝাড়গ্রাম জেলায় পড়েছে। তাই ঘূর্ণিঝড় ডানায় বিপর্যস্ত ঝাড়গ্রাম জেলার সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী গোপীবল্লভপুর ১ ও ২ ব্লকের পরিস্থিতি শুক্রবার খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন। শুক্রবার রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন ঝাড়গ্রাম জেলার জেলা শাসক সুনীল কুমার আগরওয়াল ও গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের বিডিও শ্যামসুন্দর মিশ্র এবং গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে গোপীবল্লভপুর এক ও দুই ব্লকের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন। সুবর্ণরেখা নদীর জল কতটা বাড়ছে তাও তিনি খতিয়ে দেখেন। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের কিছু মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে কয়েকটি এলাকায় রাস্তার উপর গাছ ভেঙে পড়েছে। যাদের বাড়ি ভেঙে পড়েছে তাদেরকে রেসকিউ সেন্টারে এনে রাখা হয়েছে। রাস্তার উপর ভেঙে পড়া গাছ দ্রুত সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের কয়েকটি জায়গায় রাস্তার উপর গাছ ভেঙে পড়ছে, বেশ কিছু মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। সেই সঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর জলস্তর বাড়ছে তবে এখনো বিপদ সীমার নিচে রয়েছে বলে জানালেন ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসক সুনীল কুমার আগরওয়াল। তিনি আরোও জানান ঘূর্ণিঝড় ডানার

এরপর ৩ পাতায়

জলমগ্ন অবস্থায় কলকাতা পৌরসভা সহ

হসপিটাল এমনকি তৃণমূল সংসদের বাড়ি

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কলকাতা পৌর সভার গেটে হাঁটু পর্যন্ত জল। একদিকে যখন বিভিন্ন জায়গায় জল জমা পরিস্তিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে পৌর কর্মীরা। তখন কলকাতা পৌর সংস্থার কন্ট্রোল রুমের সামনে জল জমা উপর দিয়ে নিজের ডিউটিতে আসছেন পৌর কর্মী থেকে আধিকারিকরা। কন্ট্রোল রুমের ভিতরে যখন তৎপরতা তুঙ্গে তখন তার বাইরে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এই জল জমা সংকটে বাদ যায়নি তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়

সংবাদ মাধ্যমে সৌগত বলেন, "আমি তো দেখলাম কলকাতা পুরসভা, ঝঝকগ হাসপাতালেও জল জমে গিয়েছে। বৃষ্টি খুব বেশি হচ্ছে। তাই, এই জল জমাটা আশ্চর্যের নয়। এই রাস্তাটায় এমনিতেই অন্য জায়গার থেকে বেশি জল জমে। আমাদের স্থানীয় পৌরমাতাকে আজই জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন এই যোধপুর পার্ক জোনে সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। ৭৬ মিলিমিটার। সেই জায়গায় মোমিনপুর ৭০ মিলিমিটার। সেই জলটা আনোয়ার শা রোডের বক্স ড্রেন দিয়ে বেরনোর কথা। কিন্তু, বক্স ড্রেনের কাজ হচ্ছে। তাই সবটা বেরোতে পারছে না। এই জন্য জল বেশি হয়েছে। আশা করি, রাতের মধ্যে কমে যাবে।সৌগত বলেন,আমি তো আলাদা করে নিজের বাড়ির সামনের জলটা পরিষ্কার করতে পারব না। যা দেখছি, লেক গার্ডেন্সের এই জায়গাটায় জলটা বেশি জমেছে। সেটা কী করা যাবে? আমি বরাবর এই সমস্যা দেখছি। বৃষ্টি বেশি হলে আমাদের এই বাড়ির সামনের রাস্তাটায় বেশি জল জমে। আগে বলেছি। দু'-একবার কাজও হয়েছে। আনোয়ার শা রোডের ড্রেনগুলো ঠিক না হলে এখানকার ঠিক হবে না।

'ডানা'-র জেরে দুবাইয়ে
১২ ঘন্টা আটকে বাবুল সুপ্রিয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'-র আতঙ্ক ঘুচেছে। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ ওড়িশার উপকূলবর্তী জায়গায় 'ল্যান্ডফল' করেছে 'ডানা'। আর 'ডানা'-র প্রভাবে রাজ্যের একাধিক জেলায় সকাল থেকেই শুরু হয়েছে অঝোরে বৃষ্টি। কিছু কিছু শাখার ট্রেন স্বাভাবিকভাবে চললেও অন্যান্য দিনের তুলনায় রাস্তায় জনসংখ্যা কম।একবার অভিনেতা নিজেই সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'যদি সফল হতে চাও তবে নিজের ঘুম, সুখ, ভালমন্দ সবকিছু বিসর্জন দিতে হবে। সারাক্ষণ উদ্বেগ ও চিন্তায় থাকতে হবে। আর অফুরন্ত পরিশ্রম করতে যেতে হবে, ভেতরে ছটফটানি বোধ না থাকলে সফল হতে পারবেন না।' অন্য দিকে মা কালীর উপসাক রামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি বললেন, তাঁর ঈশ্বর দর্শন যে খুব সহজে হয়েছে তা নয়, তাঁর ভিতরে যে তীব্র ইচ্ছে ছিল মাকে দেখার, যে ব্যাকুলতা ছিল সেটাই রামকৃষ্ণদেবকে দেবীর দর্শন দিয়েছিল।যাই হোক, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ স্থলভাগে ঢুকতে শুরু করেছিল ঘূর্ণিঝড়। সারা রাত ধরে চলেছে মুষলধারার বৃষ্টি। তার জেরে আগেভাগেই বিমান থেকে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। আর বিমান থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধের জন্যে অনেক মানুষই আটকে পড়েছেন। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন না। তার জেরেই দুবাইয়ে ১২ ঘন্টা ধরে আটকে আছেন বাবুল সুপ্রিয়। যদিও তাতে তেমন কোনও আক্ষেপ নেই গায়কের। বরং অনুরাগীদের জানালেন কীভাবে এমন বিপদে পড়লে সফল হতে হয়। আর তাঁর সফলতার অনুপ্রেরণা হলেন রামকৃষ্ণদেব ও শাহরুখ খান, তাঁদের আদর্শকেই অনুসরণ করার কথা বললেন বাবুল।বর্তমানে বাবুল সুপ্রিয় শুধু গায়ক নন, একজন দাপুটে রাজনীতিবিদও। তৃণমূলের একজন নেতা। একসময়ে টলিউড-বলিউডে চুটিয়ে কাজ করেছেন তিনি, যদিও এখনও রাজনীতির দিকটা সামলে পেশাদারিত্ব নিভিয়ে চলেছেন। যাই হোক, এদিন দুবাইয়ে আটকে অনুরাগীদের সফলতার পাঠ পড়ালেন বাবুল সুপ্রিয়। জানালেন, সফলতা তাঁদেরকেই ধরা দিয়েছে যাঁরা সেটার জন্য ছটফট করেছেন। যাঁদের স্বপ্ন রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেয় না, জাগিয়ে রাখে, যাঁরা সর্বক্ষণ একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেন বলে মনে করেন বাবুল সুপ্রিয়। আর এই সফলতার পাঠ দিতে দু'জনের উদাহরণ দিলেন অভিনেতা। একজন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, অন্যজন শাহরুখ খান। কারণ শাহরুখ ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির বহিরাগত। ছোট শহর থেকে বলিউডের বাদশা হওয়ার সফর তাঁর কাছে খুব একটা সোজা ছিল না। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। লেগেছিলেন সফলতার যুদ্ধে।

১-ম পাতার পর

দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া নির্দেশ দিয়ে জেলা শাসক ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বৈঠক

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁরা সকলে শস্যবীমা পাবেন। যাদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত তারা বাড়ি পাবেন।যেখানে যেখানে মেডিকেল ক্যাম্প প্রয়োজনীয়, সেখানে সেখানে সেই ক্যাম্প সংগঠিত হবে। সর্বোপরি ত্রাণ শিবির যেন সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তা সুনিশ্চিত করবে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশা লাঘব করতে সদা তৎপর। ঝড়-বৃষ্টিতে যেখানে গাছের ক্ষতি হয়েছে সেখানে পুনরায় আবার বৃক্ষরোপণ করতে হবে। এখন পুজোর মরশুম চলছে সামনে জগদ্ধাত্রী পুজো ছট পুজো এবং কালীপুজো যাতে সকলের ভালোভাবে কাটে কোনরকম সমস্যার সৃষ্টি বা বিপদ না হয় তার জন্য পুলিশকে সবদিকে তদারকি করতে হবে তৎপর থাকতে হবে গঙ্গার ঘাট গুলোতে। সব থেকে বিশেষ করে হুগলি জেলার অন্তর্গত চন্দননগর পুলিশ কমিশনার হুগলি পুলিশ এসপি এবং জেলা শাসক কে এই নির্দেশ দিলেন।

১-ম পাতার পর

ডানার তাণ্ডবেও 'মৃত্যুশূন্য' ওড়িশায় বিজয় পতাকা ওড়ালেন মাঝি

বাস্তবায়িত হল নবীন পট্টনায়েকের স্বপ্ন। তা যতই মাঝি এই কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করুন, এর পিছনে নবীন পট্টনায়েকের অবদান কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না।জানালেন, ওমিশন সফল। ডানার তাণ্ডবে রাজ্যে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি।'

শুক্রবার সকালে ডানা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালাচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মাঝি। সেখানেই তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এই বিপর্যয় মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধারকার্য ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমরা আমাদের লক্ষ্যপূরণ করতে পেরেছি এই বিপর্যয় মৃত্যুশূন্য। দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং দলগতভাবে কাজ করার ফলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সরকারে অফিসাররা ৭২ ঘণ্টা ধরে কাজ করেছে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, পরিস্থিতি সামাল দিতে ৬০০৮টি ত্রাণশিবির খোলা হয়। সেখানে জল, ওষুধ, খাবার-সহ প্রয়োজনীয় সব জিনিসের ব্যবস্থা করা হয়। শুধুমাত্র বালাসোর থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনা হয় প্রায় ১ লক্ষ ৭৩ হানার মানুষকে। ময়ূরভঞ্জ জেলায় এই সংখ্যাটা ছিল প্রায় একলক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল দুর্যোগপূর্ণ এলাকা থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষকে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে আসা। ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা থেকে অন্তত ৬ লক্ষ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে আমরা সফল হয়েছি। যার জেরে শুক্রবার পর্যন্ত ডানার দাপটে কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

৪৮৩ টি বড় পাম চালানো হচ্ছে খুব শীঘ্রই
জল নেমে যাবে নিচে এলাকা থেকে জানালেন ফিরাদ হাকিম

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ডানার প্রকোপে সকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১০০ মিলিমিটার। প্রায় ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে বৃষ্টি হলে ২০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হলে জল জমতে একটু সময় লাগবে। ইতিমধ্যেই ক্যানাল থেকে ৬ ইঞ্চি জল রয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতালেও কিছুটা জল জমেছে বলে খবর।এদিন শহরে জল জমা প্রসঙ্গেই ফিরহাদ হাকিম বলেন, সেটা বার করে দিয়েছি। নতুন করে বৃষ্টি না হলে ৩-৪ ঘণ্টায় জল বেরিয়ে যাবে। নিচু এলাকাগুলিতে জল জমেছে। সেটা দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে যাবে। ৪৮৩ টি বড় পাম্প চলছে। মোট ৮৭ টি পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। তবে একটাও গাছ পড়েনি, একটাও বিদ্যুৎ খুঁটি পড়েনি। আমাদের কর্মীরা সারারাত জেগে জল বার করার চেষ্টা করংছে। কলকাতাবাসী পাশে কলকাতা পৌরসংস্থা আছে। আমাদের ১৪ লক্ষ ডিস্টেলিং করে বার করা হয়েছে। প্রায় ৫০ বছরের জমা।

তিনি আরও বলেন, ঠনঠনিয়া আমাদের একটা পাম্পিং স্টেশন করছি। ঋষিকেশ পার্ক করা হচ্ছে। যেটা নেতাজি পাম্পিং স্টেশন নাম দেওয়া হয়েছে। বর্ষার আগে কম্পোসড অডিট করি। তার ফলে একটাও বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। সৌগত রায়ের বাড়ির সামনে যখন থেকে ওনার বাবা বাড়ি নিয়েছিলেন তখন থেকে জল জমে। বালিগুং পাম্পিং স্টেশন পাম্প চালানো সম্ভব হয়নি। তাই জল জমেছে।

দু-তিন ঘণ্টায় আমরা জল বার করে দেবেন বলে আশ্বাস মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন ফের কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করে কাজ করছি।

পিবি-শব্দ : ২৪/৭ খবর, ১৫০০+ রিপোর্টার,
লাইভ ফিড এবং সংগ্রহালয়ের সুবিধা

নতুন দিল্লি, ২৪ অক্টোবর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ডিজিটাল নিউজ পোর্টালগুলি এখন https://shabd.prasarbharati.org/register-এর মাধ্যমে পিবি-শব্দ পোর্টালে নথিভুক্ত হতে পারে। এর ফলে ডিজিটাল নিউজ পোর্টালগুলি ভারতের সবকটি প্রধান ভাষায় বিনা খরচে কনটেন্ট, ভিডিও, ছবি এবং অডিও পাবে। ২০২৫-এর মার্চ পর্যন্ত সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। ইউটিউব ভিত্তিক নিউজ পোর্টালগুলি সাবস্ক্রিপশানের নিয়মাবলী :

১. ইংরেজি/হিন্দি পোর্টালগুলির জন্য ন্যূনতম ১ লক্ষ গ্রাহক।

২. আঞ্চলিক নিউজ পোর্টালগুলির জন্য ন্যূনতম ৫০ হাজার গ্রাহক।

৩. ইউটিউব অ্যাকাউন্ট অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

৪. পোর্টালটি অন্তত এক বছরের পুরানো হতে হবে।

৫. পোর্টালটি অবশ্যই মাসে একটি ভিডিও আপলোড করতে হবে এবং আবেদনের সময় গত এক মাসে অন্তত ৫টি

এরপর ৪ পাতায়

ঘূর্ণিঝড় "দানার" প্রভাব বৃহস্পতিবার রাতে
চুঁচুড়া এলাকা পরিদর্শনে বেরোলেন জেলার সদর মহকুমা শাসক

বেবি চক্রবর্তী: চুঁচুড়া: নিউজ সারাদিন : ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে গেরুয়া সতর্কতা জারি হয়েছে হুগলী জেলাজুড়ে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যবতী সময় এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন জেলা সহ হুগলীতেও। হুগলি জেলা প্রশাসন সহ হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভা যৌথ অভিযান চালিয়ে গঙ্গার তীরবর্তী বিভিন্ন জায়গায় সতর্কীকরণ সহ মানুষদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাবে কোন প্রাণনাশ না হয়। বৃহস্পতিবার রাতে হুগলি সদর মহকুমা শাসক স্মিতা সানলাল শুক্লাসহ হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার পৌর প্রধান অমিত রায়, হুগলী চুঁচুড়া টাউনের সভাপতি সঞ্জীব মিত্র, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান আশিষ সেন সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ঝন্টু বিশ্বাস,সুপর্ণা সেন সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে পৌরসভা অন্তর্গত গঙ্গা তীরবর্তী মানুষদের সতর্কীকরণ সহ তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেন। সদর মহাকুমা শাসক স্বয়ং নিজে প্রত্যেকটি গঙ্গা তীরবর্তী মানুষদের বাড়িতে গিয়ে তাদের নিরাপদ স্থান সহ তাদের খাবারের সুবন্দোবস্ত করতে দেখা গেল। সদর মহকুমা শাসক বিভিন্ন কমিউনিটি হলে গিয়ে মানুষদের সুবন্দোবস্তর ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন। এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের তাদের সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশিকা দিলেন। তার এই পরিদর্শনে সাধারণ মানুষজন মধ্যে যথেষ্টই প্রভাব বিস্তার করল। আজ হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ইমামবাড়া অঞ্চলের অন্তর্গত গঙ্গার তীরবর্তী গরীব অঞ্চল গুলি ঘুরে দেখে মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা তার নির্দেশিকা সহ তার এই পরিদর্শন নিয়ে যথেষ্টই আশ্বস্ত হলেন।

২ পাতার পর

ঘূর্ণিঝড় "ডানা"র পরবর্তী সময়ে নদী তীরবর্তী এলাকা পরিদর্শনে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক ও রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের সচিব

মোকাবিলার জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের দপ্তরে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। ঘূর্ণিঝড় নিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ঘূর্ণিঝড় ডানা মোকাবিলা করার জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের পরিবহন সচিব সৌমিত্র মোহন ঘূর্ণিঝড় ডানা নিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের আধিকারি সাথে বিস্তারিতভাবে বৈঠক করেন। তিনি বলেন ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে ঝাড়গ্রাম জেলার সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকায় কিছু মাটির বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে ফসলের ও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হয়েছে। তবে একটানা ভারী বৃষ্টির ফলে যেকোনো সময় সুবর্ণরেখা নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। তাই জেলা প্রশাসনকে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের থেকে যে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে সেই কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে বলে তিনি জানান। এছাড়াও তিনি বলেন ঘূর্ণিঝড় ডানায় বিপর্যস্ত ঝাড়গ্রাম জেলার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় নি। তবে দুর্গত পরিবার গুলির পাশে রয়েছে প্রশাসন।

কলকাতার রহস্যময় ৩ কালীমন্দির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনি দশমমহাবিদ্যার প্রথম দেবী। খড়গহস্ত, নরমুণ্ডধারী উগ্ররূপী তিনি। সময়, মৃত্যু,পরিবর্তনের প্রধান কর্তা মা কালী। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় ডাকাতদের একমাত্র দেবী হিসাবে পূজিত তিনি। গ্রাম বাংলার নিশ্বাসে জড়িয়ে কালী। তবে খাস কলকাতাতেও রয়েছে এমন কয়েকটি কালীবাড়ি যার পরতে পরতে লুকিয়ে ইতিহাস ও অলৌকিক গল্প।মায়ের ভিন্ন পুজো রীতি ছাড়া পূজিত হন কালভৈরব। এই মন্দির নেপাল ব্যতীত ভারতের একমাত্র স্থান যেখানে কালভৈরবের মূর্তি রয়েছে। যে মূর্তি পুজো করা হয় তা নাকি ভারতের কোথাও নেই।

চাইনিজ কালী মন্দির: সময়টা ১৮০০ দশক। ভারতে আসতে থাকে চিনা নাগরিকরা। বসতি গড়ে ওঠে তপসিয়ার ট্যাংরা এলাকায়। বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যায় হিউয়েন সাঙের দেশের লোকেরা। বাঙালির পুজোগুলো থেকেও নিজেদের দূরে রাখতে পারেনি তারা। ট্যাংরার চিনা পাড়াতে শুরু হয় কালীপুজো। নাম হয় চাইনিজ কালী মন্দির।

এই মন্দিরের আর্কর্ষণ মাকে ভোগে দেওয়া হয় চাউমিন, স্টিকি রাইস, সবজি। এছাড়া অশুভ আত্মা দূর করতে হাতে তৈরি কাগজ পোড়ানো হয়। পুজোর সময় মন্দিরে এক বিশেষ ধূপকাঠি জ্বালানো হয়। যা চিনা ধূপকাঠি নামে পরিচিত।

ডাকাত কালী মন্দির: বাংলার কোণায় কোণায় ডাকাতদের

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৮৮ সংখ্যা ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ শনিবার ০৯ কার্ত্তিক, ১৪৩১

৩ পাতার পর

কলকাতার রহস্যময় ৩ কালীমন্দির

কালীপুজোর ইতিহাস অনেকেরই জানা। তবে খাস কলকাতায় ডাকাত কালীবাড়ি! উত্তর নয় দক্ষিণ কলকাতার চেতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে ডাকাত কালী মন্দির। সুউচ্চ মুক্তকেশী কালী প্রতিমা পুজো করা হয় এখানে। অদ্ভুত বিষয়, দেবী এখানে বাঁধা শিকলে। হ্যাঁ, চারটি হাতই বাঁধা থাকে। কিন্তু কেন? বিশ্বাস করা হয় মা খুব চঞ্চল। দেবী নাকি চলাফেরা করে বেড়াতেন। তাই এ মন্দিরে মা কালীকে মোটা লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হয়।আরও জানা যায়, এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে তারকেশ্বরের দুই ডাকাত নীলু, ভুলুর ও মা সারদার নাম। কথিত আছে, এক সময়ে সারদা দেবী তারকেশ্বরে যাত্রা করেন। দুই ডাকাত তাঁকে অপহরণ করে এই স্থানে নিয়ে আসে। পরে মা সারদার মধ্যে তারা নাকি মা কালীর রূপ দেখতে পান। এর পরই তাঁকে ছেড়ে দেয় দুই ডাকাত। তবে এই মন্দির কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। ডাকাত কালী নাম অনুসারে বিশ্বাস কোনও ডাকাত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল।তারাশংকরী পীঠ: উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বেলগাছিয়া অঞ্চলে তারাশংকরী পীঠের দেবীর রূপ ও মন্দির শৈলী বড় অদ্ভুত। মায়ের চোখে উগ্রতা, দাঁত প্রকটভাবে দৃশ্যমান এবং রক্তমাত। শুধু মা কালী নয় সঙ্গে পূজিত কালভৈরব ও যশমাধব। পুজোর নিয়মেও রয়েছে অদ্ভুত রীতি। তন্ত্রমতে সারা বছর পুজোর পাশাপাশি শ্মশানের চিতা পোড়ানো কাঠ জ্বলতে থাকে এখানে। মন্দির তৈরির সময় নাকি বারাণসীর মণিকর্ণিকা শ্মশান থেকে এক সধবার চিতার আগুন নিয়ে আসা হয়। সেই থেকে মন্দিরের গর্ভগৃহে আগুন নেভেনি।মায়ের ভিন্ন পুজো রীতি ছাড়া পূজিত হন কালভৈরব। এই মন্দির নেপাল ব্যতীত ভারতের একমাত্র স্থান যেখানে কালভৈরবের মূর্তি রয়েছে। যে মূর্তি পুজো করা হয় তা নাকি ভারতের কোথাও নেই।

সম্পাদকীয়

এদের নিয়ে কী করব?'
কিমের সেনার অন্তর্ভুক্তিতে খেপে লাল রুশ সেনা!

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে শামিল উত্তর কোরিয়াও। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, রুশ ফৌজের শক্তি বাড়াতে সেনা পাঠাচ্ছে কিমের দেশ! ইতিমধ্যে পূর্ব রাশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছে ৩ হাজার সৈন্য। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার সেনার এই অন্তর্ভুক্তি কি ভালো ভাবে নিচ্ছে রুশ সেনা? গুঞ্জন অন্যরকম।প্রতি তিরিশ জন উত্তর কোরিয়ার সেনার মধ্যে তিনজন সিনিয়র আধিকারিক ও একজন দোভাষী রাখা হয়েছে। যা নিয়ে তীব্র আপত্তি রুশ সৈন্যদের। একজনকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "আমি তো বুঝতে পারছি না ৩০ জনের মধ্যে ৩ জন সিনিয়রকে কেন রাখা হয়েছে। আমরা এদের নিয়ে কী করব? এদের আমরা সরিয়ে দিতে চাই।" প্রসঙ্গত, উত্তর কোরিয়ার তরফে রাশিয়াকে বহু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয়েছে। যা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পিয়ং ইয়ংয়ের সেনাই তাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এতজন 'ভিনদেশি'র অন্তর্ভুক্তি মোটেই ভালো ভাবে নিচ্ছে না রাশিয়ার সেনাবাহিনীর একটা অংশ! অন্তত ভাইরাল অডিও ক্লিপ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।শোনা গিয়েছে, যেভাবে পিয়ং ইয়ং ফৌজ আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, তা নাপসন্দ রুশ সৈন্যদের।

একটি অডিও ক্লিপ (যার সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল) ভাইরাল রয়েছে যেখানে রুশ সৈন্যদের উত্তর কোরিয়ার সেনাদের সম্পর্কে গালাগালি দিতে শোনা যাচ্ছে। এমনকী 'চিনা' বলে তোপও দাগছেন তাঁরা। গত ২৩ অক্টোবর রাশিয়ার ট্রান্সমিশন চ্যানেল থেকে ফাঁস হয়েছে বলে দাবি ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা বিভাগের গোয়েন্দাদের।গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন। বৈঠক করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। তখনই যুদ্ধের ময়দানে মস্কোকে নিঃশর্তভাবে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন কিম। সেই থেকেই জল্পনা, ইউক্রেন যুদ্ধ আবহে দুদেশের মধ্যে অস্ত্র চুক্তি হয়েছে। আর এবার ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেনাও পাঠাল উত্তর কোরিয়া।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেহেতু ধন দ্বারা সকলে আশ্রিত হন বা ধনকে আশ্রয় করে সকলে জীবন ধারণ করেন সেহেতু শ্রী অর্থ ধন। অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় আছে জগৎ রূপে লক্ষ্যমানা বলে তিনি লক্ষ্মী। বৈষ্ণব ভাব আশ্রয় করেন বলে তাকে শ্রী বলা হয়, তাঁর মধ্যে কোন কালভাব বা পুংভাব ব্যক্ত হয় না বলে তিনি পদ্মা। কামদান করেন বলে তিনি কমলা, বিষ্ণুর ভাব পালন করেন বলে তিনি বিষ্ণুশক্তি। রমণ করান বা আনন্দদান করেন বলে তিনি রতি বা রমা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব সম্ভবত ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গঘাট দর্শন করে পুরীতে যান। চৈতন্য ভাগবতে ছত্রভোগ থেকে জলপথে পুরী যাবার বর্ণনা নেই। চৈতন্যদেব যদি সত্যি ছত্রভোগ থেকে পুরী গিয়ে থাকেন তবে বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল অম্বুলিঙ্গঘাট থেকে। পথে পড়েছিল বাড়ুইপুর, গড়িয়া বোড়াল ইত্যাদি গ্রাম। নৌকো পেরিয়ে যাচ্ছে কালীঘাট। একটু দূরে নৌকো এসে পৌঁছল মুন্সীগঞ্জের কাছে। এখান থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে গঙ্গা সোজা বয়ে গেছে কলকাতা চিৎপুর গ্রাম হয়ে হুগলীর দিকে। বাঁদিকে সংকীর্ণ খাড়ি বা খাল। তারা এখানে খাল পেরিয়ে মেদিনী পুর হয়ে পুরী যান। শ্রীচৈতন্যদেব শাক্ত তীর্থ কালীঘাট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বেশ বোঝাই যাচ্ছে ৫০০ বছর আগে থেকেই ঐতিহাসিক তথ্যে কালীঘাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

তখন হুগলী নদী বা গঙ্গা বর্তমান প্রিন্সেপ ঘাটের বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কালীঘাট, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, বৈষবঘাটার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যাধরী নদীর সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশতো।

গঙ্গা ছিল বিশাল চওড়া ও গভীর। ঘন নিবিড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিপুল জলধারা প্রবাহমান ছিল। এটাই ছিল তৎকালীন বঙ্গোপসাগরে যাবার জলপথ। তখন গঙ্গা প্রবাহিত হত কালী মন্দিরের পাশ দিয়ে। এই পথে ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের আনাগোনা। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা মান সিংহ (অনেকে বলেন রাজা বসন্ত রায়) আদি গঙ্গার তীরে একটি ছোট কালী মন্দির নির্মাণ করে দেন।

এরপর ১৫০০ শতাব্দীতে কালীক্ষেত্র দীপিকা নামে একটি বই থেকে জানা যাচ্ছে এই সময়ে কালীঘাটের আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষের বসবাস ছিল। কালীঘাট তখন নানারকম বৃক্ষ ও লতায় আচ্ছন্ন গভীর জঙ্গল। মন্দিরের লাগোয়া একটা সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে সাধু সন্ন্যাসীরা গঙ্গা সাগরে যেত। পরবর্তী সময়ে রাস্তাটির নাম হয় রসা রোড।

আবার ষোড়শ শতাব্দীর(১৫৭৪-১৬০৪) শেষভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ রয়েছে।।

এই সময়ের যে কিংবদন্তীটি শোনা যায় সেটা হল বর্তমান কালীমন্দিরের কাছেই অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটিরে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করতেন। একদিন সন্ধ্যে বেলায় তিনি গঙ্গার তীরে বসে সন্ধ্যা বন্দনাদি করছেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা। আগে কখনো এমন আলো তাঁর চোখে পড়ে নি। সেই আলোকে অনুসরণ করে তিনি বর্তমান কালীকুন্ডের কাছে উপস্থিত হলেন।

কালীকুন্ড- তীরে কালীর মুখ এবং পাথরের মত একটি পদাঙ্গুলি দেখতে পান। তারপরেই তিনি ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

পিবি-শব্দ : ২৪/৭ খবর, ১৫০০+ রিপোর্টার, লাইভ ফিড এবং সংগ্রহালয়ের সুবিধা

ভিডিও আপলোড করতে হবে। ডিজিটাল নিউজ পোর্টালগুলিকে একটি ডিজিটাল প্রোফর্মা পূরণ করতে হবে, যা প্রসার ভারতী অভ্যন্তরীণভাবে খতিয়ে দেখবে। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর ডিজিটাল নিউজ পোর্টালগুলি পিবি-শব্দতে নথিভুক্ত হতে পারবে। পিবি-শব্দতে ১৫০০-র বেশি রিপোর্টার, করেসপন্ডেন্ট ও স্ট্রিঙ্গার, ৬০টি এডিট ডেস্ক রয়েছে, যার মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি প্রান্তের সর্বশেষ খবর পাওয়া যাবে। কৃষি, প্রযুক্তি, বিদেশ বিষয়ক ও রাজনৈতিক খবরাখবর সহ ৫০টির বেশি বিভাগে প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলিতে ১০০০টির বেশি খবর এতে আপলোড করা হয়। পিএম-শব্দের মাধ্যমে দেওয়া কনটেন্টে কোন লোগো থাকে না। সেই সঙ্গে এর লাইভ ফিড ফিচারের পরিষেবা রয়েছে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ভবনের জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, নির্বাচনী মিছিল, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সাংবাদিক বৈঠক সমস্ত কিছুই লোগো ছাড়া পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে দূরদর্শন ও আকাশবাণীর সংগ্রহালয়ে থাকা ফুটেজও অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবেন গ্রাহকরা। সর্বশেষ তথ্য পেতে এক্স এবং ইন্সটাগ্রামে পিএম-শব্দ অনুসরণ করুন। আরও বিস্তারিত জানতে পিবি-শব্দ এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ https://x.com/ PBSHABD এবং ইন্সটাগ্রামে https://www.instagram.com/ pbshabd/-লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

সীমান্ত থেকে সেনা সরানো শুরু ভারত-চীনের, কবে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করল ভারত এবং চীন। সূত্রের খবর, একটি তাঁবু এবং বেশ কিছু অস্থায়ী নির্মাণ সরিয়ে নেয়া হয়েছে সীমান্ত থেকে। তবে এখনও পুরোপুরি প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়নি। আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ডেপসাং এবং ডেমচকে শুরু হবে সেনার টহলদারি, ঠিক যেমনটা হত ২০২০ সালের আগে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্রিকস সামিটে যোগ দেয়ার ঠিক আগেই সেনা সরানো এবং ২০২০ সাল থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলো সমাধান করতে দুই দেশ একমত হয়। মোদির সফরের আগে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। সেখানেই তিনি বলেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারত এবং চীনের মধ্যস্থতাকারীরা লাগাতার আলোচনা করেছেন। তার পরে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে একমত হয়েছে দুই দেশ।' তিনি আরও জানান, সামরিক তৎপরতা কমিয়ে কেবলমাত্র টহলদারির সেই পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাবে দুই দেশ। চীনের তরফেও একই কথা জানানো হয় বিবৃতি জারি করে।

সেনা সরানো নিয়ে সহমত হওয়ার পরে দুই দেশের সম্পর্কের বরফ আরও গলে ব্রিকস সম্মেলনে। গালওয়ান সংঘর্ষের পরে প্রথমবার বৈঠকে বসেন নরেন্দ্র মোদি এবং শি জিনপিং। ২০১৯ সালের পর এই প্রথমবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। সেখানে মোদি সাফ জানিয়ে দেন, সীমান্তে শান্তি ফেরানোই অগ্রাধিকার।

তার পরেই বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল সেনা সরানোর প্রক্রিয়া। সূত্রের খবর, ১০-১২টি অস্থায়ী নির্মাণ এবং ১২টি তাঁবু রয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার দুই পাশে। তার মধ্যে আপাতত একটি তাঁবু সরানো হয়েছে। আগামী কয়েকদিন সময় লাগবে সীমান্ত থেকে সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলতে। ইতিমধ্যেই চারদিং নালা থেকে পশ্চিমে সরেছে ভারতীয় সেনা। পূর্বদিকে সরে গিয়েছে চীনা সেনাও। পরের সপ্তাহ থেকেই আবার স্বাভাবিক টহলদারি শুরু হতে পারে সীমান্তে।

৫৫তম আইএফএফআই-তে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে যে সমস্ত ছবি দেখানো হবে, তার তালিকা ঘোষিত হয়েছে

আইএফএফআইউড, ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : ৫৫তম আইএফএফআই-তে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে ২৫টি কাহিনীচিত্র এবং ২০টি অন্য ছবি দেখানো হবে। ২৫টি কাহিনী চিত্রের মধ্যে রয়েছে - সমসাময়িক মেইনস্ট্রিম ছবির জগতের ৩৮৪টির মধ্য থেকে বেছে নেওয়া ৫টি ছবি। ভারতীয় প্যানোরামা বিভাগে উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হবে রণদীপ হুডা পরিচালিত'স্বতন্ত্র্য বীর সাভারকর (হিন্দি)'। অন্য যে ২০টি ছবি দেখানো হবে, সেগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে ২৬২টি ছবির মধ্য থেকে। এগুলি উদীয়মান পরিচালকের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের তৈরি তথ্যচিত্র, তদন্তমূলক চিত্র, বিনোদনমূলক চিত্রের পাশাপাশি ভারতীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে, এমন সমসাময়িক ছবি। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হবে হর্ষ সাঙ্গানি পরিচালিত লাদাখী ছবি 'ঘর ঘ্যায়সা কুছ'। কাহিনীচিত্রের ১২ জনের জুরির প্রধান হয়েছেন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক, অভিনেতা এবং চিত্রনাট্যকার ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী। কাহিনী চিত্র নয়, এমন ছবির জুরি হিসেবে থাকছেন ৬ জন। এর পৌরহিত্য করবেন বিশিষ্ট তথ্যচিত্র ও বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত ছবি নির্মাতা সুব্বাইয়া নাল্লামুথু। ১৯৭৮ থেকে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগ চালু হয় ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য তুলে ধরতে। বছরের সেরা ভারতীয় ছবিগুলি দেখানো হয় এই বিভাগে। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রসার ঘটানোই এর লক্ষ্য। জুরি হিসেবে থাকেন সারা ভারতের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা। আইএফএফআই-এর আয়োজন করছে ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। সহযোগিতা করছে গোয়ার রাজ্য সরকার। এটি অনুষ্ঠিত হবে গোয়ার পানাজিতে ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর।

সিনেমার খবর

cinema TV

ছোটবেলা থেকেই যে জটিল রোগে আক্রান্ত আলিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বর্তমানে বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন এক কথা ফাঁস করেছেন আলিয়া, যা শুনে ভক্তরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন॥ ছোটবেলা থেকেই এক জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত তিনি। সেজন্য দীর্ঘদিন চিকিৎসাও নিয়েছিলেন এ অভিনেত্রী। কিছুদিন আগে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজের রোগের কথা প্রকাশ্যে আনেন অভিনেত্রী।

আলিয়া জানান, তিনি 'এডিএইচডি' (অ্যাটেনশন ডেফিশিট/হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার) রোগে আক্রান্ত। এই রোগের অন্যতম লক্ষণ হল মানসিক চাঞ্চল্য, অস্থির ভাব ও অতিরিক্ত উত্তেজনা। কোন কিছুতে মনযোগ দিতে বেগ পেতে হয়।

আলিয়া জানান, কয়েকটি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়, তিনিও এই রোগের শিকার। শৈশবে এই রোগের জন্য সমস্যায় পড়তে হয়েছিল তাকে। ক্লাস চলাকালীন প্রায়ই অন্য মনস্ক হয়ে পড়তেন আলিয়া। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলতেন। তার বন্ধুরা বিষয়টা লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু কেন এমন হয়, বুঝতে পারতেন না আলিয়া।

তবে ক্যামেরার সামনে যখন অভিনয় করেন তখন এই সমস্যাটা তার হয় না। তখন মনযোগ অক্ষত থাকে। মস্তিষ্কও শান্ত থাকে। বর্তমানে একমাত্র কন্যা রাহার সঙ্গে সময় কাটানোর সময়ও কোনও অসুবিধা হয় না। তার মন স্থির থাকে।

নিজের অভিনয়ের কাজ ও মেয়ের সঙ্গ এই দুই সময় মন সবচেয়ে শান্ত থাকে বলে নিজেই জানিয়েছেন আলিয়া। এমনকি বিয়ের দিন সাজগোজের জন্যও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন আলিয়া। রূপটানশিল্পী পুনীত বি সইনি তার থেকে দু'ঘণ্টা সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু এতটা সময় টানা বসে থাকতে পারবেন না বলে জানান তিনি। তার চেয়ে নিজের মতো বসে বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন আলিয়া।

আলিয়া বর্তমানে তার 'জিগরা' সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। সম্প্রতি সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে। ১১ অক্টোবর মুক্তি পেয়েছে 'জিগরা'। প্রথম দিন দর্শকদের থেকে তেমন একটি সাড়া না পেলেও, এখন ভালোই চলছে সিনেমাটি। যদিও প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল যে প্রথমদিন বক্স অফিসে সিনেমাটি সাড়ে ৪ থেকে ৫ কোটি আয় করতে পারে।

কিন্তু এর চেয়ে একটু কম আয় করেছে 'জিগরা'। 'জিগরা' সিনেমাটিতে মুখ্য ভূমিকায় আলিয়া ভাট এবং বেদাঙ্গ রায়না অভিনয় করেছেন। সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন ভাসান বালা। প্রযোজনা করেছে করণ জোহরের 'ধর্ম প্রোডাকশন'।

চুরি করার অভ্যাস রয়েছে সারা আলী খানের

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের আলো ঝলমলে ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম তারকা সারা আলি খান। সৌন্দর্য আর ভুবন ভোলানো হাসিতে নিমিষেই ভক্তদের মন কেড়ে নেয় দুরন্ত এই নায়িকা। অথচ বেশি দিন আগের কথা নয় যখন সারার ওজন ছিল প্রায় ৯২ কেজি যা এখন ৫২ কেজিতে এসে ঠেকেছে। এই নায়িকা নিজেকে গড়ে তুলেছেন অনেক আকর্ষণীয়ভাবে। এমনকি চেহারায় এমন সুন্দর গ্লামার পেতে করতে হয়েছে অনেক আত্মত্যাগ।

নিজের সবথেকে পছন্দের খাবারগুলো মন চাইলেও খেতে পারেননি তিনি সঙ্গে নানা রকম শারীরিক কসরত করতে হয়েছে তাকে কেবল নিজেকে সুদর্শনা রূপে উপস্থাপন করার জন্য। চলচ্চিত্র অভিনেতা, দক্ষ গিটারিস্ট সাইফ আলি খানের কন্যা সারা আলী খান। ভারতের বিখ্যাত নবাব পরিবারের কন্যা তিনি অথচ চুরি করে খাবার খান তিনি। বান্ধবী সারা সম্পর্কে এমন মন্তব্যই করেছেন তার খুব কাছের বন্ধু ওরি।

কেবল দুই বছরের মধ্যেই বলিউডে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে গেছেন ওরি যদিও তিনি অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত নয় বরং ছবি তোলেন। জাহ্নবী কাপুর, সুহানা খান থেকে সারা আলি খান, অনন্যা পাণ্ডেদের চারপাশে সবসময়ই দেখা যায় ওরহান অবত্রমানিকে। বলিউডের অভিনেতা অথচ ওরি'র সঙ্গে ছবি নেই এমন খুব কম মানুষই আছে। শোনা যায় তারকাদের ছবি তুলেই লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেন তিনি। আম্বানী পরিবার কিংবা জাহ্নবীর শয়ন কক্ষ সবখানেই অবাধ বিচরন ওরি'র।

সারা প্রসঙ্গে ওরি বলেন, 'একবার বিদেশে একসঙ্গে ভ্রমনে গিয়েছিলেন তারা। সেখানে গিয়ে ওরির শেষ গারলিক নানটিও খেয়ে নেন সারা। গোটা বাড়িতে কোনও খাবার নেই ওই একটাই নান ছিল সেটাও সারা খেয়ে নেয়। এমনকি সারা ওয়াশরুম থেকে বাথ রোল ব্যাটারিসহ আরও অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে এসেছিল।'

এর আগে কয়েক বছর আগে কপিল শর্মার শো তে এসে সারা নিজে বলেছিলেন ফ্রিতে বিভিন্ন জিনিস পেতে তাঁর ভাল লাগে। হোক সেটা হ্যান্ডওয়াশ কিংবা অন্য কোন প্রসাধনী। তবে এটাকে চুরি বলতে মোটেই রাজি নন সারা বরং তিনি বিনা পয়সায় বিভিন্ন জিনিস পেতে মজা পান।

চুরির অভিযোগ উঠেছে আইটেম গার্ল তামান্না ভাটিয়ার বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় আইটেম গার্ল খ্যাত অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়াকে তলব করছে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে এই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে। গত বৃহস্পতিবার সুন্দরী এই অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকেন করে ইডি গুয়াহাটির তদন্তকারী সংস্থা।

অভিযোগ এসেছ, 'এইচপিজেড টোকেন' নামে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনে যুক্ত হয়ে আর্থিক কারসাজিতে জড়ান এই অভিনেত্রী। খবর ছড়িয়েছে, বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে বেশ কিছু বিনিয়োগকারীর সাথে প্রতারণা করেছেন এই অ্যাপটি যেখানে জড়িয়ে আছে তামান্নার নাম। কিছুদিন আগে 'এইচপিজেড টোকেন' অ্যাপের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তামান্না। পেয়েছিলেন মোটা অঙ্কের টাকা। মূলত তার অংশ হিসেবে তামান্নাকে ডাকা হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে ইডি জানিয়েছে, 'প্রিভেনশনস অফ মানি লন্ডারিং' ধারার অধীনে এই অভিনেত্রীর বয়ান রেকর্ড হয়েছে। অভিযোগ তামান্না ভাটিয়া এই অ্যাপ সংস্থা আয়োজিত একটি ইভেন্টে 'সেলিব্রিটি অ্যাপিয়ারেন্স' করার পরিবর্তে অর্থ পান। তবে তার বিরুদ্ধে 'অপরাধমূলক' কোনো অভিযোগ নেই।'

পুলিশ জানিয়েছে, 'এইচপিজেড টোকেন' নামের এই মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করা হয় বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করতে। জানা যায়, চক্রটি অপরাধ লুকাতে 'ডামি' পরিচালকদের পরিচালিত 'শেল কোম্পানি' অ্যাপের সাথে সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং মার্চেন্ট আইডি খুলেছিল।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তামান্না অভিনীত দুটি সিনেমা 'স্ত্রী ২' ও 'বেদা'। 'স্ত্রী ২' গানে নেচে ইতোমধ্যেই সারা ফেলে দিয়েছে তামান্না।

অন্যদিকে 'বেদা' সিনেমায় জন আব্রাহাম, শর্বরী'র সাথে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন এই সুন্দরী।

মুন্না ভাই এম বি.বি.এস খ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজকুমার হিরানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে মুন্নাভাই এম বি.বি.এস খ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজকুমার হিরানি বলেছেন যে, তিনি মুনা ভাই সিনেমার গল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ততায় সময় কাটাচ্ছেন।

মুনা ভাই এম.বি.বি.এস সিনেমার তৃতীয় কিস্তির ফ্যাঞ্চাইজি নিয়ে অনেকদিন ধরেই চলছে নানা গুঞ্জন। যেখানে সিনেমার অন্যতম প্রধান অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত এবং আরশাদ ওয়ারসি মাঝে মাঝেই তাদের প্রিয় চরিত্রগুলো নিয়ে ফেরার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এবার সেই উত্তেজনার পারদে ঘি ঢেলে দিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজকুমার হিরানি। তিনি বলেন, মুন্নাভাই ৩ সিনেমা নির্মাণ করা এই মূহুর্তে তার সর্ব প্রথম প্রাধান্য পাচ্ছে।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুন্নাভাই সিনেমার ফ্র্যাঞ্চাইজ নিয়ে কথা বলেছেন সিনেমাটির নির্মাতা

এ বিষয়ে হিরানি বলেন 'আমার কাছে মুন্নাভাই ৩ এর জন্য পাঁচটি অসমাপ্ত স্ক্রিপ্ট রয়েছে। আমি একটি স্ক্রিপ্ট নিয়ে ছয় মাস কাজ করে মোটামুটি একটা ইন্টারভালে পৌঁছেছি কিন্তু তেমন একটা আগাতে পারিনি। মুনা ভাই এলএলবি, মুনা ভাই চাল বেস, মুনা ভাই চাল আমেরিকা সহ আরও বেশ কয়েকটি স্ক্রিপ্ট রয়েছে' বলে জানান শাহরুখ খান অভিনীত 'ডাঙ্কি' সিনেমার এই নির্মাতা। এবিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পরবর্তী কিস্তিটি আগের সিনেমাগুলোর থেকেও ভাল হতে হবে।

এই নির্মাতা আরও বলেছেন যে, 'এই মুহূর্তে মুন্না ভাই সিনেমাটির তৃতীয় প্রজেক্টটি আমার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নইলে সঞ্জু হয়তো বাড়িতে এসে আমাকে পরবর্তী কাজটি শেষ করার হুমকি দিতে পারে'।

রাজকুমার বলেন যে, 'সঞ্জয় আরেকটি মুন্না ভাই সিনেমায় অভিনয় করতে চান। তাই আপাতত সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরবর্তী সিনেমাটি এগিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছি'।

তবে কি শ্রদ্ধা নয় 'ধুম 8' - এ রনবীরের নায়িকা হবেন কিয়ারা?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি গুঞ্জন উঠেছে যে শ্রদ্ধা কাপুর নয় বরং অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানি এবং বর্তমানে হাইপে থাকা অভিনেত্রী শারভারি ধুম 8-এ বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা রণবীর কাপুরের সঙ্গে প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। যদিও বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয় তবে ইতোমধ্যেই আন্তর্জালে খবরটি বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অবশ্য নেটিজেনদের অনেকেই কিয়ারাকে সম্ভাব্য কাস্টিং নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী বলেছেন, "শারভারি ঠিক আছে কিন্তু কিয়ারাকে নিয়ে এখন বিরক্ত লাগছে।" যদিও বিষয়টি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি তবে এটা অনেকটাই নিশ্চিত যে ধুম-8 ধীরে ধীরে বছরের সবচেয়ে আলোচিত ব্লকবাস্টার সিনেমাগুলোর মধ্যে একটি হতে যাচ্ছে। এসব মূলত শুরু হয়েছিল রণবীর কাপুরের গুজবমূলক কাস্টিং দিয়ে পরবর্তীতে খবর পাওয়া যায় যে অভিষেক বচ্চন এবং উদয় চোপড়াকে ফ্যাঞ্চাইজি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এদিকে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে চলমান সপ্তাহেই শ্রদ্ধা কাপুর অ্যাকশন থ্রিলার সিরিজে যোগ দিতে পারেন। শ্রদ্ধা অভিনয় করলে ২০২৩ সালের রোমান্টিক কমেডি্তু ঝুঠি ম্যায় মক্কার্র এর পর রণবীরের সাথে তার পুনর্মিলন হতো। তবে সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী শ্রদ্ধা নয় বরং দুই বলিউড সুন্দরীকে নতুন ধুম গার্ল হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

রেডিট থ্রেডে নতুন এই তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছে যে কিয়ারা আদভানি এবং শারভারি রণবীরের সাথে ধুম 8-এ প্রধান নারী চরিত্রে থাকতে পারেন। তবে নেটিজেনরা এই বিষয়টি নিয়ে খুবই হতাশ বিশেষত কিয়ারাকে সম্ভাব্য কাস্ট করাকে কেন্দ্র করে।

অসন্তোষ প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন লিখেছেন, 'শারভারি ঠিক আছে কিন্তু কিয়ারাকে নিয়ে এখন বিরক্ত লাগছে। তার অভিনয়ে কোনো বৈচিত্র্য নেই। সে কেবল নিজের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে টিকে আছে। শেরশাহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দৃশ্য ছাড়া আপনি তার যেকোনো সিনেমায় তার চরিত্রগুলি অদলবদল করতে পারেন এবং কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। ইন্দু কি জওয়ানি, জে জে জে, গোবিন্দ নাম মেরা, বিবি ২ এবং সত্যপ্রেম সবগুলো সিনেমায় এক রকমই লাগে!!!"

কিয়ারাকে সময়ের আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়ার সাথে তুলনা করে একজন বলেছেন, 'শারভারি ঠিক আছে কিন্তু ধুম 8-এ আমি কোনভাবেই কিয়ারাকে দেখতে চাই না। অনেকটা ব্যাঙ্গাত্মকভাবেই বলেন, 'উভয় আলিয়া নিজেদেরকে প্রচুর পরিমাণে শো অফ করেন যদিও দর্শকরা তাদের দেখতে তেমন আগ্রহী নয়।' অন্যদিকে রেডিটে আরেকজন বিষ্ফোরক মন্তব্য করেন যে,'কিয়ারাকে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছি, সে অভিনয়ের কিছুই পারেনা'।

বর্তমানে শারভারি আলিয়া ভাটের সাথে 'ওয়াই আর এফ'-এর স্পাই ইউনিভার্সের আরেকটি প্রকল্প 'আলফ্ফার শুটিংয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে কিয়ারা রণবীর সিংয়ের সাথে 'ডন ৩' এর রূপালী সেটে কাজ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

যদি আপনাকে 'ধুম 8' এর নায়িকা মনোনয়ন করতে বলা হয় তবে তিন জনের মধ্যে কাকে বেছে নেবেন?

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিটির নাটকীয় জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ঘড়ির কাটায় ম্যাচের সময় বাকি তখন ৩০ সেকেন্ডেরও কম। ১-১ সমতায় ম্যাচ ম্যানচেস্টার সিটির অনেক সমর্থক হয়তো পয়েন্ট হারানোর বুঝতে পেরে ছেড়ে গেছেন স্টেডিয়াম। ঠিক তখনই জন স্টোনস ও ফিল ফোডেন যৌথভাবে শানানো দারুণ এক আক্রমণ জাল খুঁজে পান।ভিএআর কিছুটা সময় নিলেও গোলের পক্ষেই সংকেত দেয়।ফলে নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায় ম্যাচের ফল।আগে গোল হজম করার পরেও পেপ গার্দিওলার দল শেষ পর্যন্ত জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে।

শুরুর ধাক্কা সামলে লীগ টেবিলের নিচের দিকে থাকা উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্সের মাঠে রোববার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে পেপ গার্দিওলার শিষ্যরা।ফোডেনের ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলের আগে সিটিকে সমতায় ফেরান গাভারদিওল।

দারুণ এই জয়ে আপাতত লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে লীগে হ্যাটট্রিক শিরোপাজয়ীরা। আট ম্যাচে ছয় জয় ও দুই ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ২০। এক ম্যাচ কম খেলা লিভারপুল দিনের পরের ম্যাচে অবশ্য চেলসিকে হারিয়ে ফের শীর্ষে উঠে এসেছে।

প্রিমিয়ার লিগের টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন সিটি গত মৌসুমে মাত্র তিনটি ম্যাচ হেরেছিল। এর একটি উলভসের মাঠ মলিনু স্টেডিয়ামে। আজ একই মাঠে ম্যাচের ৭ মিনিটেই ইওর্গেন লারসেনের গোলে উলভস এগিয়ে গেলে নিজেদের ডেরায় সিটিকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো হারানোর স্বপ্ন বুনতে থাকে দলটির সমর্থকেরা। কিন্তু ৩৩ মিনিটে দূরপাল্লার বুলেট গতির শটে সমতা ফিরিয়ে উলভস সমর্থকদের ভুল প্রমাণ করেন গাভারদিওল। প্রিমিয়ার লিগে এ বছর এটি তাঁর ষষ্ঠ গোল, যা ডিফেন্ডারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিরতির পর সিটি আক্রমণের ধার বাড়িয়ে জয়সূচক গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে উলভসের জমাট রক্ষণ হলান্ড-গুন্দোয়ান কোনভাবেই ভাঙতে পারছিলেন না। ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি হতে চলেছে বলে যখন মনে হচ্ছিল, তখনই ব্যবধান গড়ে দেন স্টোনস। যোগ করা সময়ের ৫ মিনিটে পাওয়া সিটির কর্নার নেন বদলি ফিল ফোডেন। বক্সের জটলায় লাফিয়ে উঠে তা থেকে মাথা ছুঁয়ে উলভসের জালে বল পাঠান স্টোনস।

যদিও গোলের পর উলভসের খেলোয়াড়েরা দাবি করেন, সিটির বের্নার্দো সিলভা গোলকিপার জোসে সার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বল দেখায় বাধা দিয়েছেন। তবে রেফারি ভিএআর যাচাইয়ের পর স্টোনসের গোলটি বহাল রাখেন।

আমি ফিরছি, বললেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়রের দলে ফেরার ঘোষণা দিল সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল হিলাল।

১৯ অক্টোবর রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'এক্সে' একটি ভিডিও বার্তায় নেইমারের ফেরার কথা জানায় দলটি। যেখানে নিজের ফেরার ঘোষণা দিয়ে নেইমার বলেন, 'আমি জানি আপনার উদ্বিগ্ন, আমি নিজেও। ২১ অক্টোবর, আমি ফিরছি। ইনজুরির পর আমি সব সময় ফিরে আসি। তবে মাঝপথে (পুরোপুরি সেরে না উঠে) কখনো আসি না।'

এর আগে গত ১৭ অক্টোবর চোটে পড়েন নেইমার। এরপর চোট সারাতে অস্ত্রোপচারও করাতে হয়। তবে মাঠের ফুটবলে আর ফেরা হচ্ছিল না তার। মাঝের সময়টাতে এই তারকার সার্ভিস পায়নি ব্রাজিল ও তার ক্লাব আল হিলাল। দলের সেরা এই ফুটবলারকে ছাড়া ভুগতে হয়েছে দল দুটিকেও।

নেইমারের ফেরার খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে আল হিলাল। ক্লাবটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'যদিও তার প্রত্যাবর্তনের কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ১০ নম্বর সোমবার তার অসাধারণ ট্র্যাজেক্টরি চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।'

দীর্ঘ দিন নেইমারের বাইরে থাকা নিয়ে আল হিলাল বিবৃতিতে বলেছে, 'এই দিনগুলো ছিল বেদনা, যন্ত্রণা এবং ফুটবলের অপেক্ষার দিন। পরিবার ও বন্ধুদের সহায়তা ও সার্বক্ষণিক দেখাশোনায় আমাদের ১০ নম্বর তা কাটিয়ে উঠেছে। বিশ্বের সব ভক্ত তাকে সোশ্যাল মিডিয়াতে সমর্থন দিয়েছেন। অপেক্ষার পালা শেষ।'

২১ অক্টোবর এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব আল-আইনের বিপক্ষে খেলবে আল-হিলাল। সেই ম্যাচে নেইমারের খেলার বিষয়ে কিছুটা সংশয় রেখে কোচ জেসুস বলেন, 'সোমবারের ম্যাচের জন্য স্কোয়াডের সঙ্গে আরব আমিরাতের বিমানে উঠবেন নেইমার। আজ (গত শুক্রবার) তার ইনজুরির এক বছর পূর্ণ হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে পুরোপুরি ফিট। আমরা দেখব আল-আইন ম্যাচে তাকে একাদশে রাখা যায় কি না। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সে লিস্টে (দলে) থাকবে।'

২০২৩ সালের আগস্টে আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি করেন নেইমার। ইনজুরিতে জর্জরিত এই তারকা রিয়াদভিত্তিক ক্লাবটির হয়ে খেলতে পেরেছেন মাত্র ৫ ম্যাচ। গত বছরের অক্টোবর জাতীয় দলের ম্যাচ খেলতে নেমে হাঁটুর লিগামেন্টে চোট লাগার পর থেকেই মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার।

ভারতের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্যাটে বলে দুর্দান্ত এক দিন পার করল নিউজিল্যান্ড। প্রথমে মিচেল স্যান্টনারের বোলিং নৈপুণ্যে ভারতকে অল্পতেই আটকে পেল পড় লিড। এরপর টম লাথামের ব্যাটে স্বাগতিকদের বিশাল লক্ষ্য ছুড়ে দেওয়া পথে সফরকারী দলটি।

পুনে টেস্টে দ্বিতীয় দিন শেষে নিউজিল্যান্ডের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ১৯৮ রান। প্রথম ইনিংসের ১০৩ রানের লিড মিলিয়ে ৩০১ রানে এগিয়ে কিউইরা।১২ বছর পর দেশের মাঠে সিরিজ হারার শঙ্কায় ভারত।

১ উইকেটে ১৬ রান নিয়ে দিন শুরু করা ভারত পড়ে স্যান্টনারের বোলিং তোপে। তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় স্রেফ ১৫৬ রানে। ৫৩ রানে একাই ৭ উইকেট নেন বাঁ-হাতি স্পিনার স্যান্টনার। অথচ আগের ৪৮ টেস্টে ক্যারিয়ারে ৩ উইকেটের বেশি পাননি কখনও।

ভারতের দ্বিতীয় উইকেট জুটি বিচ্ছিন্ন হয় ৫০ রানে। চোট কাটিয়ে ফেরা শুবমান গিলকে (৭২ বলে ৩০) এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলে উইকেট নেয়ার উৎসব শুরু করেন স্যান্টনার। নিজের পরের ওভারে বিরাট কোজলিকে বোল্ড করে উল্লাসে মাতেন এই বাঁ-হাতি স্পিনার। সেই উৎসবে যোগ দেন গ্লেন ফিলিপসও। ইয়াসভি জয়সয়ালকে (৩০) স্লিপে ক্যাচ বানান এই অনিয়মিত বোলার। খানিক পর ঋশাব পান্তকে (১৮) বোল্ড করে দেন এই অফস্পিনার। এরপর নিজের টানা ওভারে সরফরাজ খান (১১) ও রবিচন্দ্রন আশ্বিনকেও (৪) সাজঘরে ফেরান স্যানটনার। ১০৩ রানে সপ্তম উইকেট হারায় ভারত।

স্বাগতিকদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ আসে রবীন্দ্র জাদেজার ব্যাট থেকে। তাকেও লেগ বিফোরের ফাঁদে ফেলেন স্যান্টনার। পূরণ করেন ক্যারিয়ারে প্রথম ৫ উইকেটের কোটা। ৫৬ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় সর্বোচ্চ ৩৮ রান আসে জাদেজার ব্যাট থেকে।

পরে আকাশ দিপ ও জাসপ্রিত বুমরাহকেও শিকারে পরিণত করেন স্যান্টনার। ৪৫.৩ ওভারে ১৫৬ রানে গুটিযে যায় ভারত।

নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৫৯ রান করে নিউজিল্যান্ড। সেখানে ওয়াশিংটন সুন্দর নেন ৫৯ রানে ৭ উইকেট।

জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়াশিংটন সুন্দরের ঘূর্ণি তোপে পড়েছে নিউজিল্যান্ড। তবে সেই তোপ সামলে দলকে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়েছেন কিউই দলপতি লাথাম। বেশি সময় টিকতে না পারলেও অধিনায়ককে সঙ্গ দিয়ে যান ডেভন কনওয়ে (১৭), উইল ইয়াং (২৩), ড্যারিল মিচেলরা (১৮)। ছন্দে থাকা রাচিন রবীন্দ্র এবার আউট ৯ রানে। দিনের শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হন লাথাম। ১৩৩ বলে ১০ চারে ৮৬ রান করে।

দিনের বাকি প্রায় ৯ ওভার গ্লেন ফিলিপসকে (২৯ বলে ৯) নিয়ে কাটিয়ে দেন টম ব্লান্ডেল (৭০ বলে ৩০)।

প্রথম ইনিংসে ৫৯ রানে ৭ উইকেট নেওয়া ওয়াশিংটন এবার এরই মধ্যে ৫৬ রানে শিকার ধরেছেন ৪টি।

তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে স্রেফ ৪৬ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ভারত। ম্যাচ হেরেছিল ৮ উইকেটে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

নিউ জিল্যান্ড ১ম ইনিংস: ২৫৯

ভারত ১ম ইনিংস: ৪৫.৩ ওভারে ১৫৬ (আগের দিন ১৬/১) (জয়সওয়াল ৩০, গিল ৩০, কোহলি ১, পান্ত ১৮, সারফারাজ ১১, জাদেজা ৩৮, অশ্বিন ৪, ওয়াশিংটন ১৮*, আকাশ ৬, বুমরাহ ০; সাউদি ৬-১-১৮-১, ওরোক ৩-২-৫-০, এজাজ ১১-১-৫৪-০, স্যান্টনার ১৯.৩-১-৫৩-৭, ফিলিপস ৬-০-২৬-২)

নিউ জিল্যান্ড ২য় ইনিংস: ৫৩ ওভারে ১৯৮/৫ (ল্যাথাম ৮৬, কনওয়ে ১৭, ইয়াং ২৩, রাভিন্দ্রা ৯, মিচেল ১৮, ব্লান্ডেল ৩০*, ফিলিপস ৯*; অশ্বিন ১৭-১-৬৪-১, ওয়াশিংটন ১৯-০-৫৬-৪, জাদেজা ১১-১-৫০-০, বুমরাহ ৬-১-২৫-০)

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্নভঙ্গ, কাপ নিউজিল্যান্ডের ঘরে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবার হাসি মুখেই ঘরে ফিরছে নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা। কিউই মেয়েরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি সাথে নিয়েই দেশে ফিরছে। দুবাইয়ের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুললো কিউইরা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুবার ফাইনালে উঠলেও (২০০৯ ও ২০১০) ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় নিউজিল্যান্ডের মেয়েদের। ১৪ বছর পর সেই আক্ষেপ ঘুঁচেছে। তবে এবার মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার রানার্সআপ হওয়ার যন্ত্রণা পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। টসে হেরে ব্যাটিং পাওয়া নিউজিল্যান্ড করেছিল ৫ উইকেটে ১৫৮ রান। রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৯ উইকেটে ১২৬ রানে থেমেছে।

উপমহাদেশে স্পিন খেলা কঠিন, বললেন মারক্রাম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উপমহাদেশ সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা সর্বশেষ জয় পেয়েছিল ২০১৪ সালে। এরপর গত এক দশকে খেলেছে আরও ১৪টি টেস্ট। যার ৯টিতেই হেরেছে টানা। অধিকাংশ টেস্ট হেরেছে প্রতিপক্ষের স্পিন ঘূর্ণিতে। এবার বাংলাদেশ সফরে এসেছে প্রোটিয়ারা। টাইগারদের বিপক্ষে প্রোটিয়ারা খেলতে আসছে অনভিজ্ঞ একটি দল নিয়ে। দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে পরিচিত মুখ অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা, এইডেন মারক্রাম, উইলিয়াম মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি ও কেশব মহারাজ। মহারাজ ম্যাচ উইনিং স্পিনার।

এমন একটি অনভিজ্ঞ দল নিয়ে খেলা কঠিন হলেও আশাবাদী মিরপুর টেস্টের অধিনায়ক মারক্রাম, 'তারা প্রথমবার খেললেও সেরাটাই খেলে এসেছে। আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে চাই এখানে।' দলের একমাত্র ক্রিকেটার বাভুমার বাংলাদেশে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাভুমার অভাব অনুভব করবেন মিরপুর টেস্টে, বলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক, 'দলের তরুণ ক্রিকেটারদের অধিকাংশই খুব বেশি টেস্ট খেলেননি। আমরা বাভুমার অভিজ্ঞতা মিস করবো। আশা করছি পরের টেস্টে তাকে পাবো।'

উইকেটে স্পিনাররা বেশি সুবিধা পাবেন। প্রোটিয়া দলে একমাত্র স্পিনার কেশব মহারাজ। এই উপমহাদেশে স্পিন খেলা একটু বেশিই কঠিন বলে মনে করেন প্রোটিয়া অধিনায়ক, 'উপমহাদেশের কন্ডিশনে ব্যাটিং করা কঠিন। স্পিনাররা অনেক বেশি সুবিধা পান।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে এখানে সর্বশেষ টেস্ট সিরিজ খেলেছিল ২০১৫ সালে। দুই টেস্ট ম্যাচ সিরিজ ড্র হয়েছিল। ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতে।

জোন্স নৈপুণ্যে চেলসিকে থামিয়ে শীর্ষে ফিরল লিভারপুল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রোমাঞ্চকর এক জয়ে কয়েক ঘন্টা আগে লিভারপুলকে হটিয়ে প্রিমিয়ার লীগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি।তবে নিজেদের ম্যাচে দারুণ এক জয়ে দ্রুতই চূড়ায় ফিরেছে অলরেডসরা।

অ্যানফিল্ডে রোববার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে আর্না স্লটের দল। মোহামেদ সালাহর গোলে লিভারপুল এগিয়ে যাওয়ার পর সমতা টানেন নিকোলাস জ্যাকসন। পরে স্বাগতিকদের অসাধারণ এক ফিনিশে জয় এনে দেন কার্টিস জোন্স।

আট ম্যাচে সাত জয়ে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন ২১।

এর আগে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্সকে ২-১ গোলে হারানো ম্যানচেস্টার সিটি ২০ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে। পরের দুটি স্থানের দল আর্সেনাল ও অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট সমান ১৭।

লিভারপুলের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লীগে সর্বশেষ ছয় ম্যাচ অপরাজিত ছিল চেলসি।তাই আজ হাইভোল্টেজ ম্যাচে হাড্ডাহাড়ি লড়াইয়ের আভাসই দিচ্ছিল।

তবে শুরতে সেভাবে সুযোগ তৈরী করতে পারেনি কোন দলই।তবে প্রতিপক্ষের ভুলে ২৯ মিনিটে পেনাল্টি পায় লিভারপুল। মোহাম্মদ সালাহর সফল স্পটকিকে এগিয়ে যায় অল রেডসরা। পিছিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করা চেলসি ৪৮ মিনিটে নিকলাস জ্যাকসনের গোলে সমতা ফেরায়। তাদের সমতায় ফেরার স্বস্তি অবশ্য তিন মিনিটের বেশি স্থায়ী হয়নি। সালাহর ক্রস বক্সে প্রথম ছোঁয়ায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, দ্বিতীয় ছোঁয়ায় কোনাকুনি শটে লিভারপুলকে ফের এগিয়ে নেন জোন্স।বাকিটা সময় ব্যবধান ধরে রেখে লিগে টানা চতুর্থ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে লিভারপুল। চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে হেরে আসর শুরুর পর টানা ছয় ম্যাচ অপরাজিত ছিল চেলসি। ফের ওই তেতো স্বাদ পাওয়ার পর ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে তারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR